মিলেনিয়াম + ৫ সামিট

জাতিসংঘের ফানুস

রেজাউল করিম চৌধুরী ও
বরকত উল্লাহ মারুফ

সংস্কার ও দারিদ্র্যের প্রতি অঙ্গীকার প্রস্তাবনা

কফি আনান মার্চ '০৫ মাসে তার প্রতিবেদন In larger Freedom বের করেন, জুন '০৫ মাসে ৪৫ পাতার খসড়া ঘোষণাপত্র ছাড়েন যা ৫৯তম সাধারণ অধিবেশনে পাস হয়ে জাতিসংঘের মিলেনিয়াম + ৫ সামিটে (রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন, গত ১৪-১৬ সেপ্টেম্বর ০৫ অনুষ্ঠিত) স্বাক্ষরিত হয়ে ঘোষণা হবার কথা। ঘোষণাপত্রে যেসব সংস্কার প্রস্তাব করা হচ্ছে- (১) নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ; (২) মানবাধিকার কমিশন যা বস্তুত তেমন কার্যকর নয়, তার পরিবর্তে মানবাধিকার পরিষদের প্রবর্তন যা সরাসরি সাধারণ পরিষদের পরিবর্তে নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট করবে; (৩) ৩০ বছর আগে ঘোষিত উন্নত দেশসমূহের জিএনপির ০.৭% উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ঘোষণার বাস্তবায়নে সময়সূচি ঘোষণা, অন্তত ২০০৬ সালে যেন ৫% বৃদ্ধি হয় এবং অতিদরিদ্র দেশগুলো যাতে ঐ সময়ে ১৫% বেশি সাহায্য পায়; (৪) সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার; (৫) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহের নিজস্ব পথে চলার অধিকার, উন্নয়শীল দেশসমূহের পণ্যের উন্নত দেশের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ও কৃষি ভর্তুকি তুলে ফেলার অঙ্গীকার, (৬) অতি দরিদ্র দেশসমূহের ঋণ মওকুফের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা; (৭) বিদেশী কোম্পানিসমূহের দায়বদ্ধতা এবং এর মাত্রা নির্ধারণ করা; (৮) পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে কিয়োটো প্রোটোকলের ওপর অঙ্গীকার ঘোষণা করা; (৯) সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব; এবং (১০) মহাসচিবের দপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি।

জন বল্টন : 'বুল ইন চায়না সপ'

রাষ্ট্রপ্রধানরা ১৪ সেপ্টেম্বর '০৫ নিউইয়র্কে পৌঁছাবেন, তার আগে ঐ ঘোষণাপত্রের পরিমার্জন নিয়ে স্থায়ী প্রতিনিধিদের মাঝে আলোচনা তুঙ্গে ওঠে। আলোচনার প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় আমেরিকান প্রতিনিধি জন বল্টন আমলে। তিনি এসেই বলেন সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যের কোনো কথা বাদ দিতে হবে। থাকতে পারবে না জিএনপি-র ০.৭% উন্নয়ন সহায়তা দেবার সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার। পরিবেশ ও ওজন স্তর নিয়ন্ত্রণে কিয়োটো প্রোটোকল সম্পর্কে কোনো রেফারেন্স বাদ দিতে হবে। বিদেশী কোম্পানিসমূহের দায়বদ্ধতা এবং নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের কথা। সবাই স্তম্ভিত হয়ে যান, আলোচনা ঘুরে যায়, আপসের চেষ্টা চলে, অনেকেই স্বাভাবিকভাবে আমেরিকার মুখের ওপর কথা বলা থেকে বিরত থাকে।

কে এই জন বল্টন? এই জন বল্টনকে বুশ ৯ ডিসেম্বর ২০০০ ফ্লোরিডায় পাঠিয়েছিলেন ভোট গণনার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বন্ধ করতে। সেখানে গিয়ে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'আমি কিন্তু বুশ-চেনি টিমের সদস্য, আমি এখানে এসেছি ভোট গণনা বন্ধ করতে।' মিলেনিয়াম সামিটের ঘোষণাপত্র নিয়ে জন বল্টনের এ কথায় হৈ চৈ শুরু হয়, গণমাধ্যমে সমালোচনা হয়, সিভিল সোসাইটি দলগুলো বিক্ষোভ প্রদর্শন করে চিঠি লেখে প্রেসিডেন্ট বুশের কাছে। অবশেষে জন বল্টন সুর নরম করেন। বুশ প্রশাসনের ঐ সুর নরমের মূল কারণ অন্য জায়গায়, সাইক্লোন ক্যাটরিনার পর বুশ প্রশাসন খুব দেরিতে সাড়া দেয়ায় গণমাধ্যমে প্রচন্ডভাবে সমালোচিত হয়। বুশ প্রশাসন জাতিসংঘের গণমুখী ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করে আবার আরেকটি গণমানুষ ও গণমাধ্যমের রোষের কবলে পড়তে চায়নি। ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমঝোতা ছিল অনির্দিষ্ট। কোফি আনান ঐদিন আহূত সংবাদ সম্মেলন স্থগিত করে ১৩ তারিখে নিয়ে যান। অবশেষে ১২ সেপ্টেম্বর আপস রফা হয়।

আপসনামা : কার ভূমিকা কী ছিল

কোফি আনান ১৩ তারিখের সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশ্যে তার হতাশা ব্যক্ত করেন, যদিও তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে, যতটুকু পাওয়া গেছে তা নিয়ে কাজ করতে হবে। যে সরকারগুলো প্রয়োজনীয় ছাড় দিতে রাজি ছিল না তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করে কোফি আনান বলেন, আমাদের স্বীকার করা উচিত যে আমাদের দলে কিছু বিনষ্টকারী ছিল। ৪৫ পাতার দলিল নেমে আসে ৩৫ পাতায়, প্রচুর কাটাকাটি হয়, সুনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞার জায়গায় চলে আসে শুধু তথাকথিত নীতিগত মতৈক্যের কথামালায়। ৬০ বছর আগে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠালগ্নের ঘোষণাপত্রে আমরা এ পৃথিবীর জনগণের (We the people of the Earth...) লেখা ছিল কিন্তু বাস্তবে ক্রমান্বয়ে জাতিসংঘ সরকারপ্রধানদের একটি ক্লাবে পরিণত হতে চলেছে, যেখানে ছোটরা বড়দের তোয়াজ করে ও সমঝে চলে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন উন্নয়ন এজেন্ডাসমূহে উন্নয়নশীল দেশসমূহ তথা জি-৭৭-এর পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল। মজার ব্যাপার ছিল, গণহত্যা বন্ধে তথা রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে তখন সেখানে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ প্রশ্নে ভারত ছিল ভেটো প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে, পাকিস্তান ছিল ভেটোর পক্ষে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জি-৭৭-এর পক্ষে থাকলেও মানবাধিকার পরিষদ গঠনের ব্যাপারে প্রায় মালয়েশিয়ার অবস্থানের পক্ষ নেয়। মালয়েশিয়াসহ গুটিকয়েক দেশ এই পরিষদ গঠন প্রকারান্তরে এড়িয়ে গেছে বা বিরোধিতা করেছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ মহাসচিবের দপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরোধিতা

গণহত্যা বন্ধে তথা রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে তখন সেখানে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ প্রশ্নে ভারত ছিল ভেটো প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে, পাকিস্তান ছিল ভেটোর পক্ষে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জি-৭৭-এর পক্ষে থাকলেও মানবাধিকার পরিষদ গঠনের ব্যাপারে প্রায় মালয়েশিয়ার অবস্থানের পক্ষ নেয়। মালয়েশিয়াসহ গুটিকয়েক দেশ এই পরিষদ গঠন প্রকারান্তরে এড়িয়ে গেছে বা বিরোধিতা করেছে

করেছে। তাদের মতে, এতে আমেরিকার ক্ষমতাই বৃদ্ধি পাবে। কারণ মহাসচিব নিয়োগে মূলত আমেরিকার কথাই শুনতে হয়। তারা সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষেই অবস্থান নেয়।

ঘোষণাপত্র : কী আছে, কী নেই

G-CAP -এর (Global Call on Action Against Poverty) মতো অনেকেই সামিটের ঘোষণাপত্রের ওপর হতাশা ব্যক্ত করেছে এই বলে যে, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে একটি স্থায়িত্বশীল মানব উন্নয়ন সূচনা করতে আরেকটি ঐতিহাসিক সুযোগ হারাল। তারা মূলত আবারও অতীতের মতো ফাঁপা বেলুনের প্রতিজ্ঞাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। যেমনটি তারা হয়েছে ১৯৯৫-এর সমাজ উন্নয়নের কোপেন হেগেন বিশ্ব সম্মেলনে, ১৯৯৫-এর নারী উন্নয়নের বেইজিং সম্মেলনে, ১৯৯৯-এর জি-৭ সম্মেলনে, উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের ২০০২-এ এবং অতি সাম্প্রতিক সমাপ্ত জি-৮ সম্মেলনে। যে সম্মেলনটি হবার কথা ছিল মূলত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করার জন্য, সেখানে এই বিষয়টাকে শুধু রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হলো। অথচ ঐ লক্ষ্যমাত্রার একটি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ২০০৫-এর মধ্যে অর্জনের কথা ছিল। যার কোনো কথাই ঘোষণাপত্রে এল না।

উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে যে জিএনপি-র ০.৭% দেবার জন্য সুনির্দিষ্ট ঘোষণার আবেদন জানানো হয়েছে, সেখানে সময়সূচি ঘোষণা বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ বিশ্বের উন্নত ২২টি দেশের মধ্যে মাত্র ৫টি সে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশ্ব উন্নয়ন সহায়তার ২০% কমেও গেছে। উন্নয়ন সহায়তার গুণগত মানের ক্ষেত্রে প্যারিস ঘোষণাকে গ্রহণ করা হলেও তার জন্য কিন্তু কোনো সময়সীমা ও নির্দেশক ঘোষণা করা হয়নি। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ ০.৭% শর্ত পূরণের জন্য সময়সীমা ঘোষণা করেছে। ঘোষণাপত্র ঋণ মওকুফের ক্ষেত্রে জি-৮-এর ঘোষণার ঋণক্লিষ্ট অতি দরিদ্র দেশসমূহের ১০০% ঋণ মওকুফের জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রতি প্রস্তাবনা গ্রহণ করেছে। এই ঘোষণার দুর্বল দিক হচ্ছে, অতি দরিদ্র (HIPC- Highly Indebted Poor Countries) বাদে মধ্যবর্তী আয়ের দেশসমূহের (যেমন বাংলাদেশ) জন্য ঋণ মওকুফের বিষয়টি as appropriate বা Case by Case Basis. আশা করা যায়, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় বিশ্বব্যাংক আইএমএফের সভায় বিষয়টি অবহেলা করা হবে না। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ জাতিসংঘের বাইরে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, অথচ এরা ইচ্ছে করলে জি-৮ বা জাতিসংঘের আবেদন রাখতেও পারে, আবার নাও রাখতে পারে।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে ঘোষণাটি এসেছে তা কিন্তু অস্পষ্ট কিংবা তা তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষে চলে যায়। যেমন, বলা হয়েছে, 'we reaffirm our commitment to trade liberalization'. এটা কিন্তু দোহা রাউন্ডের ডেভেলপমেন্ট বিষয়, যেগুলো উন্নয়নশীল দেশসমূহের পক্ষে বা সেই ইস্যুগুলোকে সাপোর্ট করে না। এখানে উন্নয়নশীল দেশসমূহের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী মূল দুটি বিষয়, যথা: বাজার মুক্ত করে দিতে বাধ্য করা এবং অবাধ বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কৃষি ভর্তুকি, যা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এই ঘোষণা কিন্তু 'দোহা ঘোষণা' এমনকি আঙ্কটাড-১১ এবং জি-৮ ঘোষণার চেয়েও পশ্চাৎগামী। এসব ঘোষণায় মূলত উন্নয়নশীল দেশসমূহকে তাদের নিজস্ব বাজার রক্ষার ব্যবস্থা করার অধিকার এবং পানির মতো জনসেবা খাত সংরক্ষণের অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে বলা হয়েছিল। উন্নয়নশীল দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের শুল্ক ও বাধামুক্ত প্রবেশাধিকারের কথা বলা হয়নি। যার কারণে গরিব দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

ঘোষণাপত্রের একটি প্রশংসনীয় দিক হচ্ছে, এই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষায় ফি ব্যবস্থা তুলে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, জাতীয় পরিকল্পনাসমূহকে আরো অর্থ প্রদান করতে। কিন্তু এটিই যথেষ্ট নয়, হরহামেশা জাতীয় পরিকল্পনাসমূহে অর্থায়নের ক্ষেত্রে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে ডাকার ঘোষণার উল্লেখ থাকলে ভালো হতো, যা শিক্ষাক্ষেত্রে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যের চেয়ে অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট। শিক্ষা ক্ষেত্রে, ভর্তির ক্ষেত্রে বালক-বালিকা সমতা অর্জনে রাষ্ট্রসমূহ যে ব্যর্থ হয়েছে তা উল্লেখ থাকা দরকার।

এইচআইভি/এইডসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এটা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধাগ্রস্ত করবে। কিন্তু গত ২০ বছরে কেন বিশ্ব এই মারাত্মক ব্যাধির ভয়াবহতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারল না তার কোনো 'বিশ্লেষণ' এখানে নেই। ২০১০-এর মধ্যে পৃথিবীর মানুষকে চিকিৎসার আওতায় আনার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে এ ক্ষেত্রে আরো অর্থ সহায়তা দেবার কথা। এই ঘোষণার দুর্বল দিক হচ্ছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য যত্নের বিষয়গুলোকে ভুলে যাওয়া হয়েছে, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলো শিশু মৃত্যুর বড় কারণ।

নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের পৃথক করে এমন আইন বন্ধ বলা হয়েছে, এ সংক্রান্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব নং ১৩২৫ যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানের কথা বলা হয়েছে তা স্বীকার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরো বড় অর্জন হচ্ছে, জেন্ডার সমতার মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্যের সাথে নারীর প্রতি সহিংসতার অবসান, প্রজনন স্বাস্থ্যে সর্বজনীন অভিগম্যতা ও স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ঘোষণার সংযুক্তি।

মানব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় অর্জন হচ্ছে, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্টভাবে তাদের সম্মিলিত দায়িত্বের কথা স্বীকার করেছেন যে, কোনো ধরনের গণহত্যার ক্ষেত্রে যেখানে সরকারগুলো দায়িত্ব পালনে কোনো না কোনো কারণে ব্যর্থ হবে কিংবা তথাকথিত সার্বভৌমত্বের কথা বলে নিজেদের অপকর্ম চালিয়ে যাবে, এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের যথাযথ ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়েছে। তবে, এ ক্ষেত্রে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, সরকার প্রধানরা ছোট ও হালকা অস্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেননি। খসড়া ঘোষণাপত্রের উল্লিখিত বিষয়টি এ ক্ষেত্রে বাদ দেয়া হয়েছে। মানবাধিকার পরিষদ গঠনের কথা স্বীকার করা হলেও এর বিশদ গঠন প্রক্রিয়া সাধারণ পরিষদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সারা বিশ্বের সিভিল সোসাইটি এক্টিভিস্টরা বিশেষ করে হতাশা ব্যক্ত করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ সংস্কার বিষয়ে তেমন কিছুই অর্জন করা যায়নি। নিরাপত্তা পরিষদ আগের মতোই থাকবে। ভেটো ক্ষমতাসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতিনিধিত্ব সেখানে থাকবে না। ৬০ বছর আগে জাতিসংঘ যেমনটি ছিল তেমনই থাকবে। অথচ তখন এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ স্বাধীন ছিল না। তাই জাতিসংঘ বিশ্বের সরকারপ্রধানদের ক্লাবের মতোই তার ভূমিকা পালন করল!

সারা বিশ্বের সিভিল সোসাইটি এক্টিভিস্টরা বিশেষ করে হতাশা ব্যক্ত করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ সংস্কার বিষয়ে তেমন কিছুই অর্জন করা যায়নি। নিরাপত্তা পরিষদ আগের মতোই থাকবে। ভেটো ক্ষমতাসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতিনিধিত্ব সেখানে থাকবে না। ৬০ বছর আগে জাতিসংঘ যেমনটি ছিল তেমনই থাকবে